পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা

যে নারীগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নীতিমালাকে নিজেদের জীবনের আদর্শ হিসেবে স্থান দেন, তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও নবী ও তাঁর আহ্‌লে বাইগণের (আঃ) হাদীসসমূহে প্রশংসামূলক বাণী উচ্চারীত হয়েছে। এখন এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে আপনাদের সামনে উক্ত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

ক) ঃ-

ان المسلمين و المسلمات و المومنين و المومنات و القانتين و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرات اعد الله لهم مغفرة و اجراً عظيماً

"ঐ সকল মুসলমান, ঈমানদার, আনুগত্য ও ইবাদতকারী, সত্যবাদী, ধর্য্যশীল, খোদাভীরু, মঙ্গলকামনাকারী ও মিসকীনদের ভালবাসা দানকারী, রোযাদার পূরুষ ও নারীগণ ও যে সকল পুরুষ ও নারীগণ তাদের নফসের খারার চাওয়া-পাওয়ার বিরোধীতা করে এবং যে সকল পুরুষ ও নারীগণ আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাদের সকলের জন্যেই আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কাছে রয়েছে সর্ব বৃহত ক্ষমা ও পুরস্কার"[১]।

এই পবিত্র আয়াতে, -যা আপনারা লক্ষ্য করছেন -পুরুষ ও নারীগণকে পাশা-পাশি উল্ল্যেখিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা পুরস্কার দান ও ক্ষমা করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেননি।

খ) ঃ-

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير

"হে মানব সকল! আমরা তোমাদের সকলকে একজোড়া পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি এবং পরবর্তীতে দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে করে তোমরা এটা বুঝতে পার যে, বংশ ও গোত্র কোন গর্বের বিষয় নয়। তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক উত্তম যে অন্যের থেকে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন। আল্লাহ্‌ মানুষের ভাল ও মন্দ কাজের প্রতি অবগত আছেন[২]।

---

[১]। আহ্‌যাব ঃ ৩৫।

[২]। হুজুরাত ঃ ১৩।

এই পবিত্র আয়াতেও আল্লাহ্ তা'য়ালা পুরুষ ও নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে তাঁর নিজের একত্ববাদের প্রতি আরো বেশী জানার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আর বংশ, ক্ষমতা, ধন-দৌলাত, জ্ঞান, রং, ভাষা, বা অমুক স্থানে বসবাস করে (আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ইত্যাদি) এর ভিত্তিতে আল্লাহ্ মানুষের মর্যাদাকে নির্দিষ্ট করেননি বরং আল্লাহ্র কাছে উত্তম জিনিষ হচ্ছে তাকওয়া, আর তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশ-নিশেধকে মেনে চলা।

গ) ঃ-

من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مومن فلنحيينه حياة طيبة و لنجز ينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون

"পুরুষ ও নারীগণের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনায়ন করবে এবং উত্তম কাজ আঞ্জাম দিবে, তাদেরকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদরেকে তাদের উত্তম কাজের তুলনায় অধিক পুরস্কার দান করা হবে"[৩]।

এই পবিত্র আয়াতেও আল্লাহ্ তা'য়ালা উত্তম কাজ আঞ্জামের পরিপ্রেক্ষিতে পুরস্কার ও ছওয়াব দানের অঙ্গীকার করেছেন, আর তা পুরুষই হোক অথবা মহিলাই হোক কোন পার্থক্য করেননি বরং যে কোন উত্তম বান্দাই এই ভাল কাজের আঞ্জাম দিবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকেই এই পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

ঘ) ঃ-

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازو اجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لا آيات لقوم ينفكرون

"আল্লাহ্ তা'য়ালার ইঙ্গিত হচ্ছে এটাই যে, তোমাদের জন্য তেমাদের প্রকৃতির সহধর্মীনিদেরকে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তাদের উপস্থিতে প্রশান্তি অনুভব করতে পার, আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও রহমতকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। এ সব কিছুই হচ্ছে নমুনা বা ইঙ্গিত তাদের জন্য যারা চিন্তা করে[৪]।

এই পবিত্র আয়াতেও আল্লাহ্ তা'য়ালা নারী সৃষ্টিকে তাঁর আয়াত ও ইঙ্গিতসমূহ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি উল্ল্যেখ করেছেন যে, নারীরাই হচ্ছে ভালবাসা, রহমত ও প্রাশান্তির কারণ। আল্লামা তাবাতাবাই (রহঃ) (বিশিষ্ট কুরআন তফসিরকারর) এই আয়াতের তফসিরে বলেন, পুরুষ ও নারী এমনই এক সৃষ্টি যা একে অপরের সাথে ধর্মীও বন্ধনযুক্ত হওয়ার পরে উভয়ই পরিপূর্ণতা অর্জন করে এবং দু'য়ের মিলনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার সাধন করে থাকে, আর একজন অপরজন ছাড়া অসম্পূর্ণ।

---

[৩]। নাহ্ল ঃ ৯৭।

[৪]। রূম ঃ ২১।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াতের শেষে বলছেন ঃ এই বিষয়টি তাদের জন্য যারা চিন্তা করে বা যারা বিবেক সম্পন্ন, তারা এর মাধ্যমে বুঝতে পারবে যে, পুরুষ ও নারী একে অপরের পরিপূরক। আর নারীই একটি পরিবারকে সতেজ ও উদ্দমশীল করে রাখে এবং সেই একটি পরিবারের সদস্যদের (ইনসানে কামেল) প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার কারণ। যে কারণে পুরুষ ও নারী শুভ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত ভালবাসা ও রহমত। শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদার কারণেই বন্ধনে আবদ্ধ হয় না।

কিন্তু পুরুষ ও নারীর বন্ধনের মধ্যে দু'টি দিক বিদ্যমান ঃ একটি হচ্ছে এলাহী ও অন্তর সম্পর্কিত ও অপরটি হচ্ছে পশুত্ব বোধ। তবে মানুষ তার ঐ ইলাহী ও আন্তর সম্পর্কিত বোধের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতায় পৌছে থাকে।

এখানে একটি বিষয় উল্ল্যেখ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছি যা হচ্ছে, অনেক তফসিরকারক উল্লিখিত আয়াত ও এ ধরনের আরো কিছু আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, নারী পুরুষের শরীরের অংশ। কেননা তাদেরকে পুরুষের শরীরের অংশ নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই ধরনের তফসিরের ফলে অনেক সুবিধাবাদী পুরুষ, নারীদেরকে তাদের থেকে নিম্ন পর্যায়ের মনে করে থাকেন যা নারীর জন্যে একটি অপমান জনক বিষয়। যেমন নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ ঃ

- يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيراً و نساء

-হে মানব সকল! তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তার থেকে তার সহধর্মীকেও এবং ঐ দু'জন থেকে অনেক পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করাবে[৫]।

- هو الذى خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها

-তিনিই তোমাদেরকে একজন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকেও[৬]।

- خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها

-তোমাদেরকে একজন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকেও[৭]।

- و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً

-আর এটা তাঁর কুদরতসমূহের নমুনা স্বরূপ যে, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রকৃতির সহধর্মীনি সৃষ্টি করেছেন[৮]।

- و الله جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة

---

[৫]। নিসা ঃ ১।
[৬]। আ'রাফ ঃ ১৮৯।
[৭]। যুমার ঃ ৬।
[৮]। রূম ঃ ২১।

-আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রী নির্দিষ্ট করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে সন্তান ও সন্তানদের থেকে সন্তান সৃষ্টি করাবেন[৯]।

- جعل لكم من انفسكم ازواجاً

-তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন[১০]।

প্রথম তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ একটি নফস থেকে সৃষ্টিত হয়েছেন এবং তাদের স্ত্রীগণও ঐ নফস থেকেই সৃষ্টি হয়েছেন।

কিন্তু পরের তিনটি আয়াতে উক্ত বিষয়টিকে সমস্ত পুরুষের প্রতি ইশারা করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের স্ত্রীগণকে তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি আমরা একটুখানি এই বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেই তবে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'য়ালা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের প্রকৃতির বা অন্য প্রকৃতির বা জাতের নয় বা তাদের থেকে আদালা কোন সৃষ্টি নয়। এটা নিশ্চয় বুঝাতে চাননি যে, স্ত্রীগণ তাদের দেহের অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে বলতে হয় যে, প্রতিনি স্ত্রীই তার স্বামীর দেহের অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী তিনটি আয়াত প্রথম তিনটি আয়াতের অর্থ করেছে, যাতে করে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়।

আল্লামা তাবাতাবাই এই আয়াতের তফসিরে বলেছেন ঃ 'ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা' আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে যে, স্ত্রীগণ পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের উভয়েরই সৃষ্টির উৎস একই।

এই আয়াতে 'মিন' শব্দটি উৎস বর্ণনায় এসেছে (অর্থাৎ কোন কিছু সৃষ্টির উৎসকে বর্ণনা করে)। এই আয়াতটি অন্যান্য আয়াতের মতই পুরুষ ও নারীর সৃষ্টির প্রকৃতি বর্ণনা করেছে, যা উল্ল্যেখিত হয়েছে।

অতএব, এটা আমাদের কাছে পরিস্কার এবং বিভিন্ন তফসির গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে ইনসান সৃষ্টি করা হয়েছে যার কিছু হচ্ছে পুরুষ আর কিছু হচ্ছে নারী। আরেকটু বললে বলতে হয় যে, তারা হচ্ছে একের মধ্যে দুই। আর যে বলা হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা নারীকে পুরুষের বাম পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে দলিলহীন উক্তি[১১]।

উপরোল্লিখ বিষয়টি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার পক্ষে আহ্লে সুন্নতের মুফাস্সিগণ যেমন ঃ ওয়াহ্বাহ্ যাহিলি এবং ফাখরে রাযি তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্ল্যেখ করেছেন ও গ্রহণ করেছেন।

---

[৯]। নাহ্ল ঃ ৭২।

[১০]। শুরা ঃ ১১।

[১১]। আল মিযান ফি তাফসিরুল কুরআন, খণ্ড- ৪, পৃঃ-১৩৬।

সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে, পবিত্র কোরআন পুরুষ ও নারী সৃষ্টির প্রকৃতিগত আলোচনা করেছে এবং তাদের মধ্যকার সাদৃশ্যতাকে তুলে ধরেছে। এর পক্ষে আরো আমাদের আরো জোরাল যুক্তি রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম সাদিকের (আঃ) কাছে প্রশ্ন করা হল যে, 'একদল বলে হযরত হাওয়াকে হযরত আদমের বাম পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে' এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন ধরনের কাজ করা থেকে পাক ও পবিত্র। এরপর তিনি তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন ঃ আল্লাহ্র কি ক্ষমতা ছিল না যে, হযরত আদমের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করবেন যে তার পাজরের হাড় থেকে হবে না? যাতে করে পরবর্তীতে কেই বলতে না পারে যে, হযরত আদম নিজেই নিজের সাথে বিয়ে করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে বিচার করুন[১২]।

(অর্থাৎ এখানে ইমাম বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্ যখন হযরত আদমকে শুন্য থেকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন তবে তার স্ত্রী সৃষ্টির জন্য, তার পাজরের হাড় থেকে করতে হবে কেন? যেহেতু আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাই এ কথা বললে তাঁর অক্ষমতাকে তুলে ধরা হয় নয় কি? -নাউযুবিল্লাহ্)।

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে যে ঃ 'আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম সৃষ্টির পরে অবশিষ্ট্য কাদা-মাটি থেকে হযরত হাওয়াকে অনুরূপ হযরত আদমের মতই সৃষ্টি করেছেন[১৩]।

ঙ) ঃ-

و اوحينا الى هم موسى ان ارضعيه فاذا خفت اليم و لا تخافى و لا تحزنى انا راده اليك و جاعلوه من المرسلين

"আমরা মুসার মায়ের প্রতি এরূপে ইলহাম করেছিলাম যে, তাকে যেন দুধ দেয় এবং যখনই তার ব্যাপারে ভয় পাবে তখনই তাকে যেন নিল নদের পানিতে ভাসিয়ে দেয়, আর তাকে বলেছিলাম তুমি দুঃখিত হয়োনা আমারা তাকে পূনরায় তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলগণের মধ্যে স্থান দিব"[১৪]।

এই আয়াতে পরিস্কার যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মুসার (আঃ) মায়ের প্রতি ইলহাম করেছেন। এই যে, আল্লাহ্ একজন নারীর প্রতি ইলহাম করেছেন এটাই হচ্ছে নারীদের গর্বের বিষয়।

চ) ঃ-

---

[১২]। ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খণ্ড-২০, পৃঃ-৩৫২, বাব- ২৮, হাদীস নং-২৫৮০৪।

[১৩]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-১১, পৃঃ-১১৫, হাদীস নং-৪২।

[১৪]। কাসাস ঃ ৭।

اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدينا و من المقربين

"ঐ সময়কার কথাকে স্মরণে আন যখন ফেরেশ্তাগণ বলেছিলেন ঃ 'হে মারিয়াম! আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দান করছেন যে, তার নাম হচ্ছে মাসিহ্ ঈসা ইবনে মারিয়াম, সে এই দুনিয়া ও অন্য দুনিয়াতেও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হবে এবং সম্মানীয় ও মর্যাদাবনদের মধ্যে শামিল"[১৫]।

তাহলে আমাদের কাছে এটা পরিস্কার যে, একজন নারীর পক্ষে এটা সম্ভব যে, সে নিজেকে এমন পরিপূর্ণতায় পৌছাবে, যার কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা আসমানী কিতাবে তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলবেন। আর আল্লাহ্র ফেরেশ্তাগণ ও স্বয়ং জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে কথা বলবেন। আর এমন নজির হয়তো অনেক পুরুষের মধ্যেও দেখা যায় না।

ছ) ঃ-

ضرب الله مثلا للذين امنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة و نجنى من فرعون و عمله و نجنى من القوم الظالمين

"আল্লাহ্ তা'য়ালা মু'মিনদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীকে উদাহরণ দিয়েছেন, যখন সে বলেছিল যে, হে আল্লাহ্! বেহেশ্তে তোমার কাছে আমার জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ কর এবং আমাকে ফিরআউনের কু-কর্ম ও তার অত্যাচারী দলবলের থেকে রক্ষা কর"[১৬]।

১- আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াতে চেয়েছেন যে, সকল পুরুষ ও নারীগণের সামানে একটি নারীকে আদর্শ হিসেবে পেশ করবেন।]

২- আছিয়া (ফিরআউনের স্ত্রী) সকল নারীকে এটাই শিক্ষা দিল যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা কোন বাদশাহ্র প্রাসাদে জীবন-যাপন করার (সেখানে সব ধরনের সু-ব্যবস্থা থাকা সত্বেও) থেকেও উত্তম। সে আরো প্রমাণ করলো যে, কোন নারীরই উচিৎ নয় এই দুনিয়ার বাহ্যিক রূপের মোহে ভুল না করা। কেননা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ফানা হয়ে যাবে। আর শুধুমাত্র আল্লাহ্ই থাকবেন।

৩- সে আরো শিক্ষা দিল যে, নারীদের স্বাধীনতা থাকবে (যতটুকু আল্লাহ্ অনুমতি দিয়েছেন) এবং তারা জুলুম ও জালিমের উপর ঘৃণা রাখবে; যদিও ঐ জালিম তার স্বামীও হয়ে থাকে।

---

[১৫]। আলে ইমরান ঃ ৪৫।

[১৬]। তাহ্রিম ঃ ১১।

জ) ঃ-

انا اعطيناك الكوثر، فصل لربك و انحر، ان شانئك هو البتر

"হে রাসূল! আমরা তোমাকে নবুওয়াত, শাফা'য়াতের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা স্বরূপ কাউসারকে (ফাতিমাকে) দান করেছি। সুতরাং তুমি এই নে'মাতসমূহের জন্যে শুকরিয়া স্বরূপ নামায আদায় এবং কুরবানী কর। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার শত্রুরাই হচ্ছে আবতার"[১৭]।

সূরা কাউছারের তিনটি মু'জিযাহ্ ঃ

প্রথম মু'জিযাহ্ ঃ

যেহেতু রাসূলে খোদার (সাঃ) সব পুত্র সন্তান মারা গিয়েছিল তাই শত্রুরা মনে করেছিল যে, তাঁর ইন্তেকালের পর তারা জুলুম ও অত্যাচারের ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত যাহ্রাকে (সালাঃ) দান করলেন, যাতে তাঁর সন্তান-সন্তোতিগণ বিশ্ব জুড়ে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন এবং আবু সুফিয়ান বংশের আর কেউ ইসলামের উপর শত্রুতা না করতে পারে।

দ্বিতীয় মু'জিযাহ্ ঃ

যদিও রাসূলে খোদা (সাঃ) তাঁর রিসালতের প্রথম দিকে অর্থনৈতিকভাবে চাপের মুখে ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে এত পরিমানে ধন-সম্পদ দান করেছিলেন যে, তিনি হজ্জ মৌসুমে এশটি উট অথবা তারও বেশী পরিমান কুরবানী করতেন।

তৃতীয় মু'জিযাহ্ ঃ

রাসূলে খোদার (সাঃ) শত্রুদের বিশাল সৈন্য বাহিনী কিছু দিনের মধ্যেই সবাই ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের কোন অস্তিত্বই আর অবশিষ্ট ছিল না। এতে করে শত্রুদের বংশই ধ্বংস হয়েছিল না রাসূলে খোদার (সাঃ)। এরপর দিনের পর দিন হযরত ফাতিমার (সালাঃ) মাধ্যমে রাসূলে খোদার (সাঃ) বংশের বিস্তৃতি হতে থাকলো।

সাধারণ মানুষের হযরত ফাতিমার (সালাঃ) ব্যাপারে কোন কথা বলার সাহস ছিল না, কেননা তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ (ইনসানে কামেল) ও আধ্যাত্মিকা সম্পন্ন। আর সাধারণ মানুষ হচ্ছে অপরিপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত। সে কারণেই তাদের পক্ষে হযরত ফাতিমার (সালাঃ) মত একজন পরিপূর্ণ মানুষকে বুঝে উঠার ক্ষমতা নেই। তাই তাঁর ব্যাপারে অবশ্যই

[১৭]। কাউছার।

আশরাফুল মাখলুকাত খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ও তাঁর উত্তরসূরী মা'সুম ইমামগণের (আঃ) মুখ থেকেই শুনতে হবে ঃ

– قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : ان الله تعالى ليغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاها.

- রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা ফাতিমার (সালাঃ) রাগান্বিত হওয়াতে রাগান্বিত হন এবং সে রাজী হলে তিনিও রাজী হন[১৮]।

– قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : اول شخص تدخل الجنة فاطمة.

- রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করবে সে হচ্ছে ফাতিমা (সালাঃ)[১৯]।

– قال الحسن (عليه السلام) : ما كان فى الدنيا اعبد من فاطمة عليها السلام كانت تقوم حتى تتورم قدماها.

- ইমাম হুসাইন (আঃ) বলেছেন ঃ ফাতিমার (সালাঃ) মত ইবাদতকারী পৃথিবীতে আর কেউ ছিলা না, কেননা তিনি এত বেশী ইবাদত করতেন যার কারণে তাঁর পা-যুগল ফুলে যেত[২০]।

- ইমাম হুসাইন (আঃ) বলেছেন ঃ আমার মা ফাতিমা (সালাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শুরু থেকে ভোর পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাকে মু'মিন-মু'মিনাদের জন্য প্রচুর দোয়া করতে শুনতাম কিন্তু নিজের জন্য দোয়া করতেন না। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, হে জননী! যেভাবে অন্যদের জন্য দোয়া করেন কেন আপনার নিজের জন্য দোয়া করেন না? তিনি বললেন ঃ يا بنى الجار ثم الدار হে আমার ছেলে! প্রথম পাড়া-পর্শীরা তারপর বাড়ী ও নিজে[২১]।

- রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ ফাতিমা (সাঃ) পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষের নারীগণের নেত্রী এবং সে যখন মেহ্রাবে ইবাদতে দণ্ডায়মান হয় তখন ৭০ হাজার ফেরেশ্তা তাকে সালাম করতে থাকে ও তাকে বলে ঃ হে ফাতিমা! আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে মোননিত করেছেন এবং তোমাকে সব ধরনের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করছেন, আর তোমাকে পৃথিবীর সমস্ত নারীগণের উপরে স্থান দিয়েছেন[২২]।

---

[১৮]। আল্ হিকামুয যাহ্রাহ্, পৃঃ-৯৪।
[১৯]। ঐ , পৃঃ-৯৫।
[২০]। ঐ , পৃঃ-৯৯।
[২১]। ঐ , পৃঃ-৯৮।
[২২]। আল্ হিকামুয যাহ্রাহ্, পৃঃ-৯৯।

হযরত ফাতিমা যাহ্‌রার (সালাঃ) ব্যাপারে ইমাম খোমেনীর (রহঃ) উক্তি ঃ

হযরত ফাতিমার (সালাঃ) মধ্যে একটি মানুষের প্রতিটি দিক পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। কেননা তিনি একজন সাধারণ মহিলা ছিলেন না। তিনি একজন মালাকুতি ও রূহানী মহিলা ছিলেন। একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। তিনি একজন মালাকুতি অস্তিত্ব মানুষ রূপে এ ধরাধামে এসেছিলেন। তিনি এলাহী জাবারুতী অস্তিত্ব যা নারী রূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর সর্বময় অস্তিত্ব জুড়ে আম্বিয়াদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি এমন এক মহিলা যে, যদি তিনি পুরুষ হয়েত হয়তো নবী হতেন। তাঁর মধ্যে এলাহী, মালাকুতি, জাবারুতী, মুলকী ও নাসুতি বৈশিষ্ট্যসমূহ একত্রে একত্রিত হয়েছে[২৩]।

তিনি এমন এক মহিলা, যিনি হযরত যয়নাবের (সালাঃ) মত সন্তান গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীতে সেই যয়নাব (সালাঃ) শয়তানী ক্ষমতার সামনে রুখে দাড়িয়ে ছিলেন এবং তাদেরকে দণ্ড দোষে দোষি সাব্যস্ত করেন, ইয়াযিদকে দোষি প্রমাণিত করেন। তিনি ইয়াযিদকে বলেন ঃ তুই মানুষ না, বা মানুষ হওয়ার যোগ্যতাও তোর নেই[২৪]।

তিনি এমন এক মহিলা, যার গুনগান নবীর (সাঃ) গুনগানের অনুরূপ অসিম এবং তিনি হচ্ছেন পবিত্র ও ইসমাতের পরিবারের সদস্য ছিলেন। এমন মহিলা, যার ব্যাপারে সবাই কথা বলে থাকে। এখনো পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করে শেষ করা যায়নি। তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব যা আমাদের পক্ষে তাঁর সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না বা আমাদের পক্ষে তাকে বুঝে উঠাও যাবে না। শুধুমাত্র তাঁর ব্যাপারে তাঁর পরিবারের মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে যতটুকু জানা গেছে তাই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তারাই হচ্ছে উত্তম যারা এই ধরনের ব্যক্তিকে জীবনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে থাকে[২৫]।

হযরত ফাতিমা যাহ্‌রার (সালাঃ) ব্যাপারে শহীদ মুর্তাযা মুতাহারীর উক্তি ঃ

তিনি বলেছেন ঃ ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা অনেক রয়েছে। অনেক কম পুরুষই আছে যে, সে হযরত খাদিজার সমমানের যোগ্যতা রাখে। আর নবী (সাঃ) ও আলী (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ নেই যে, হযরত ফাতিমার (সালাঃ) তুলনা করা যেতে পারে। তিনি তাঁর সন্তানগণ (যারা সকলেই হচ্ছেন ইমাম) উপর এবং নবী (সাঃ) ব্যতীত অন্য সকল আম্বিয়াগণের উপরে অবস্থান করছেন[২৬]।

এই বর্ণনায় এটা পরিস্কার হয়েছে যে, হযরত ফাতিমার (সালাঃ) মর্যাদা কোন সাধারণ মানুষ অনুভব করতে পারবে না। আর তিনি শুধুমাত্র পৃথিবীর মহিলাদের উপরেই নয় বরং

---

[২৩]। ইমাম খোমেনীর দৃষ্টিতে নারী, পৃঃ- ৮৮, ৯১।

[২৪]। ঐ

[২৫]। ঐ , পৃঃ-১০১।

[২৬]। নিযামে হুকুকে যান দার ইসলাম, পৃঃ-১৫০।

বেহেশ্‌তী মহিলাদের উপরেও কর্তৃত্ব রাখেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইনশাআল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর শাফা'য়াত পাওয়া থেকে বঞ্চিত না করেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের মহিলাদেরকে হযরত ফাতিমাকে (সালাঃ) অনুসরণ করে চলার তৌফিকটুকু দান করেন।